বাংলার ছোটগল্প

তৃতীয় খণ্ড

বাংলার ছোটগল্প

তৃতীয় খণ্ড

সম্পাদনা

ড. বিজিত ঘোষ

পুনশ্চ

BANGLAR CHHOTO GALPA [DELUXE EDITION]
Collection of Bengali Short Stories
Edited by Dr. Bijit Ghosh

First Deluxe Edition
January 2026

Price Rs. 1250/-

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি, ২০২৬

প্রচ্ছদ

ISBN 978-81-7332-293-8

দাম : ১২৫০ টাকা

পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১০ থেকে
সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং শিবানী প্রিন্টিং ১৭এ, স্যার গুরুদাস রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত ফোন - ৮৯১০২৮৩৪৪৮
Email: punaschabook@gmail.com
Web: www.punaschabooks.com

সূচিপত্র

আনন্দ বাগচী	নিশিপালন	
ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়	নকুড়মামার জামাই আদর	
দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	অশ্বমেধের ঘোড়া	
পূর্ণেন্দু পত্রী	অন্ধকারে নিশিকান্ত	
মতি নন্দী	বেহুলার ভেলা	
রতন ভট্টাচার্য	কৃষ্ণকীর্তন	
জহির রায়হান	বাঁধ	
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়	কোনো এক ঊর্মির জন্যে	
অমলেন্দু চক্রবর্তী	কিংবদন্তি	
অরূপরতন বসু	স্বপ্নের ভিতর, মৃত্যুর আগে	
অরিন্দম বসু	হাতঘড়ি	
ঋতা বসু	তমসাবৃতা	
সুধীর করণ	শপথ	
সোমনাথ ভট্টাচার্য	নন্দনকানন	
অশোক বসু	অতল জল	
প্রলয় সেন	সীমানা ছাড়িয়ে	
সত্যেন্দ্র আচার্য	কাণ্ডারী	
আবদুল গাফার চৌধুরী	রোদের অন্ধকারে বৃষ্টি	
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	ভীষ্মের দীর্ঘশ্বাস	
প্রফুল্ল রায়	রাজা যায় রাজা আসে	১১
সুরজিৎ দাশগুপ্ত	দুর্গা এল বাপের বাড়ি	২৪
অলক সান্যাল	সীমানা ছাড়িয়ে	
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	উত্তরের ব্যালকনি	৩২
উদয়ন ঘোষ	গোপালের মা স্নেহলতা	৪৪
নিখিলচন্দ্র সরকার	ডুমুর	৫৭
সুকান্তি দত্ত	জন্ম কিম্বা মৃত্যুর অপেক্ষায়	
সৈয়দ সামসুল হক	শীতবিকেল	৭০
আল মাহমুদ	গন্ধবণিক	
দেবেশ রায়	সাধারণ চক্কোত্তির জীবনসূত্র	৮১
সমীর মুখোপাধ্যায়	মৃত মানুষের অমৃতকথা	৮৬

জ্যোৎস্নাময় ঘোষ	বৃত্ত	৯৮
তারাপদ রায়	ভি এম স্যার	১০৭
শওকত আলী	নয়নতারা কোথায় রে	
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়	শ্বেতপাথরের টেবিল	১১৫
তপোবিজয় ঘোষ	কুণ্ডুবাবুর কুকুর, আমি এবং ভূতনাথ	১২৬
সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য	কুমারী মা	১৩৮
শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়	শিবপুজো	১৪২
বুদ্ধদেব গুহ	মৃত্যুবার্ষিকী	১৪৩
নবনীতা দেবসেন	মাতৃয়ার্কি	১৪৮
রাম রায়	মৃতের খাদ্য	১৬০
মলয় রায়চৌধুরী	টুসকি অবিনির্মাণ	
এষা দে	পুতলির তক্তি	
হাসান আজিজুল হক	আত্মজা ও একটি করবী গাছ	১৬৩
মণি মুখোপাধ্যায়	থুঃ থুঃ	১৬৯
দিব্যেন্দু পালিত	সম্পাদক	১৭৪
রমানাথ রায়	কিডনি চাই	১৮০
দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	জল	১৮৬
সমীর রক্ষিত	সাদা পায়রা	১৯৪
নৃপেন্দ্রনাথ মহন্ত	পতঙ্গ-বাসনা	২০১
বিশ্বজিৎ চৌধুরী	যেভাবে চুরি হয়ে যায়	২০৯
শুকদেব চট্টোপাধ্যায়	সেদিন পূর্ণিমা রাত	২১৫
শেখর বসু	টাঙ্গি	২৩২
কালী নাগ	ইতিহাসের ধারা	২৩৭
অমল চক্রবর্তী	অনুশাসনীয়	২৪৪
আশিস ঘোষ	বাস স্টপে দাঁড়িয়ে	২৫১
অশোকরঞ্জন সেনগুপ্ত	জ্যোতিপ্রকাশ একা এবং একা	২৫৬
বিপ্রদাশ বড়ুয়া	সাদা কফিন	২৬০
অভিজিৎ সেনগুপ্ত	টুংরো ভাইরাস	
বলরাম বসাক	জঙ্গি আক্রমণ	২৬৬
জীবন সরকার	চালি	২৭৫
শঙ্কর সেনগুপ্ত	টান	২৮৩
অশোককুমার সেনগুপ্ত	কালো দরজা	২৯০
কল্যাণ সেন	লক্ষ্যভেদ	২৯৭
কালীকুমার চক্রবর্তী	দ্বিপাদভূমি	৩০৬
সমরেশ মজুমদার	বেলোয়ারি	৩১৮
জুবাইদা গুলশন আরা	গিরগিটি	

প্রদীপ দাশশর্মা	বনাম স্কেচ-মানুষ	
সুবিমল মিশ্র	শেয়ালদা স্টেশন ও কপালকুণ্ডলা	১১
সুব্রত সেনগুপ্ত	সুলেমানের বিচার	১৪
দেবব্রত মল্লিক	জাফরি	২১
হীরালাল চক্রবর্তী	রক্তিম বর্ণমালা	২৮
সুনীল দাশ	অস্ত্রলেখা	৩৮
শৈবাল মিত্র	হরধনু কাহিনীর পুনর্লিখন	৪৭
সুব্রত নিয়োগী	রতির গোপন প্রেমিক	৫২
কল্যাণ মজুমদার	ঝুল-ঝাঁপ্পি	৫৭
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	কান্না	৬৮
সাধন চট্টোপাধ্যায়	ভারততীর্থ	৮১
মিহির ভট্টাচার্য	সুন্দরের সাধনা	৮৭
অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়	বাহাদুরের বাজনা	৯৩
কমল চক্রবর্তী	গেস্টাপোর দিনগুলি	
বারিদবরণ চক্রবর্তী	রাক্ষসায়ন	১০১
শেখর আহমেদ	সেই হাত	
হীরেন চট্টোপাধ্যায়	পতনের পর	১১৭
উদয় ভাদুড়ী	ময়না তদন্ত	১২৮
প্রবীর ঘোষ	চারজন	১৪৩
কণা বসু মিশ্র	ঊর্মি	১৪৭
অভিজিৎ সেন	আপস	১৫৫
দেবাশিস ভট্টাচার্য	আজ কোথাও যাওয়ার আছে	
কাজল মিত্র	টিনের-টগর	১৬১
রতন শিকদার	কাঁঠাল কাঠের তক্তা	
নির্মলেন্দু গুণ	কয়লা	
তৃষিত বর্মণ	তুরুপের তাস	১৬৫
জুলফিকার মাতিন	সাজ	
প্রলয় শূর	নটী	১৭৮
চন্দন ঘোষ	বারবণিতার সাথে কিছুক্ষণ	১৮৩
দীপেন্দু চক্রবর্তী	জনতার সন্ধানে	১৯৪
পীযূষ ভট্টাচার্য	শেষ রাতের ট্রেন	২০১
সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়	ফুলকাটা ব্লাউজ আর কিশোরীটি	
সুব্রত বড়ুয়া	বুলি তোমাকে লিখছি	২০৫
সেলিনা হোসেন	ছায়াসূর্য	২১১

নিশিপালন

আনন্দ বাগচী

ঠিকানা এবং তার সঙ্গে আমার বন্ধুর নিজের হাতে আঁকা পথনির্দেশটুকু ছিল। সামান্য কয়েকটা আঁকাবাঁকা রেখা, ড্রিলমাস্টারের নির্দেশের মত। সামনে এগিয়ে, বাঁয়ে ঘুরে, সোজা এগিয়ে, ডান দিকে ফিরে, পেট্রলপাম্প, তিনটি দোকান, ছ'খানা বাড়ি এবং তার পরেই জোড়া শালগাছের তলা দিয়ে সেই চরম গলি—পথটুকু, যার শেষ প্রান্তে আমার বন্ধুর সদ্য বাঁধা নীড়। যাকে পাখির বাসা বলাই সমীচীন। একজোড়া পাখি অনেক দূরের কলকাতা শহর থেকে মফস্বলের এই প্রান্তিক শহরে উড়ে এসেছে। আসার সময় মুখে করে কিছু খড়কুটো এনেছিল, কিছু ছিল। চাকরির ডালটাকে আশ্রয় করে সংসার বাঁধা হয়েছে।

স্টেশনে নেমেই একটা রিকা নিয়েছিলাম, সাইকেল রিকা। তবু হাতে ছিল আমার বন্ধুর পাঠানো সেই নকাটি। তার প্রতিটি রেখায় বন্ধুর অন্তরঙ্গ নিমন্ত্রণ রয়েছে। আমাকে দেখে সে লাফিয়ে ছাঁপিয়ে চেঁচামেচি করে কি কাণ্ড যে করবে তা এই সামান্য ক'টি রেখার মধ্যে লেখা নেই। কিন্তু আমি জানি। তার ছেলেমানুষি, তার অতি সহজে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা আমার বাল্যকাল থেকে জানা আছে।

বিশেষ করে বিবাহিত ভবতোষের কাছে এই আমার প্রথম যাওয়া। মাত্র কয়েক মাস আগে তার বিবাহ অনুষ্ঠানে হাজির হতে পারিনি, সেই অনুপস্থিতি সুদে আসলে পূরণ করে দিতে চলেছি আজ। সঙ্গে বৃহদাকারের একটি সুটকেস এবং তৎসহ এক সপ্তাহের ঢালাও ছুটি।

কিন্তু ভবতোষের বিয়েতে শারীরিকভাবে উপস্থিত হতে না পারলেও পত্রমারফত সে ত্রুটি সংশোধন করে নিয়েছি। তার বিবাহ অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি খবর নিজস্ব সংবাদদাতার মতই আমার লেখক বন্ধু ভবতোষ নিজে আমাকে জানিয়েছিল। এক বিন্দু তথ্যও গোপন রাখেনি। কোনরঙের জামা কোনঢ়ঙের জুতো পরে সে বরযাত্রা করেছিল, প্রয়োজন না থাকলেও আমি তা জানি। শুভদৃষ্টি থেকে ফুলশয্যা পর্যন্ত নির্ভুল ধারাবিবরণী পাঠাতেও কার্পণ্য করেনি।

এই একপক্ষেই ফুরোয়নি শেষ পর্যন্ত, কন্যাপক্ষের কথা এবার বলি। ভবতোষের স্ত্রী প্রমীলার সঙ্গেও আমার ক্যামেরা আর লেখালেখির মধ্য দিয়ে পরিচয় হয়েছে। গ্লাসগোর কারখানায় বসে তার ফটো আমি দেখেছি। বেশ রোমাণ্টিক চেহারা, রীতিমত সুন্দরী বউ হয়েছে ভবতোষের। সী—বিচে বসে আমি তার সুন্দর চিঠিগুলো পড়েছি। বেশ স্মার্ট মেয়ে প্রমীলা। প্রমীলা না হয়ে নামটা পত্রলেখা হলে যেন আরও মানানসই হত। ফেরার আগে কণ্টিনেণ্টাল ট্যুরে বেরিয়ে প্যারিসে পৌঁছে ওর সবশেষ চিঠিখানা পাই। শ্যাম্পেনে চুমুক দিতে দিতে সেইদিনই 'তুমি' হয়ে গেছে প্রমীলা। এত নিকট দূরত্বে এসে গিয়েছে যে, প্রমীলা একটি বিবাহিত মেয়ের নাম সেটা চিঠি লিখতে বসে মনে পড়েনি অনেক সময়।

ঘনকালির দ্রুত ছাঁদের হরফগুলোর মধ্যে তার বক্ষস্পন্দন শুনতে পেয়েছি। সে সব দিনগুলোর কথা এখনও মনে হয়। মেঘলা আকাশের নীচে রেফ্রিজারেটরে রাখা ভিজে শহরের পথে পথে ঘুরে আমি তখন বাংলাদেশের আকাশের সঙ্গে সানাই থেমে যাওয়া, বেনারসী তুলে রাখা একটি ঘরের মনস্তত্ত্ব অনুমান করার চেষ্টা করতাম।

বিয়ের অনুষ্ঠানটা মন্ত্রে আর মন্ত্রণায় মিলিয়ে একটা রহস্য। যাকে ঠিক বুদ্ধি দিয়ে চেরাই করা যায় না, সমস্ত অনুভূতি দিয়েও ছোঁয়া যায় না। উতরোল শাঁখ আর সানাই আর ঠলুরবের মধ্য দিয়ে, চোখ ধাঁধানো আলোর রোশনাইয়ের ভিতর দিয়ে, চেলি বেনারসীতে আচ্ছন্ন হয়ে বসে থাকা, জড়োসড়ো, দুরু—দুরু বুক, উপবাস—ক্লিষ্ট মুখ, কান্নাভেজা ফোলা ফোলা চোখ একটি মেয়ের করতল—দুটি শেষ পর্যন্ত নিজের হাতের উত্তাপের মধ্যে চলে আসে। সপ্তপদী—সাতপাক, স্ত্রী—আচার, সিঁড়িভাঙা অঙ্কের মত সব স্তরগুলিই ছুঁয়ে ছুঁয়ে সেই ফরাশ বিছানো রসিকতার চৌহদ্দির মধ্যে বাংলাদেশের সমস্ত বরেরাই পৌঁছে যায় শেষ পর্যন্ত। ভবতোষ গেছে, হয়ত আমিও একদিন যাবো। কিন্তু তার পরেরটুকু সম্পূর্ণ অন্য রকম। সেখানে

বাসী বিয়ের গন্ধটুকুও নেই। রবিবার রাত পুইয়ে সোমবারের মত। রোদ উঠুক না উঠুক, ফুল ফুটুক না ফুটুক, আবার অফিস, আবার দিনগত পাপক্ষয়। আবার জল তোলা, চুলো ধরানো, চুল বাঁধা। একলা ঘর হলে, সাময়িক এবং অনিবার্য নিঃসঙ্গতা। উপন্যাস পড়ে, সেলাই করে, রেডিও শুনে, নিদেনপক্ষে অবেলায় ঘুমিয়ে কোনোমতে সে প্রহরগুলো কাবার করে আনা।

প্রমীলা এবং ভবতোষের জীবনে সেই অধ্যায় শুরু হয়ে গিয়েছিল। চিঠিপত্রে ঘরগৃহস্থালীর নিত্যনতুন পরিচয়, পাক—প্রণালীর অনায়ত্ত বিভীষিকার সংবাদ পেতাম। ইউনিভার্সিটিতে পড়া বউ ভবতোষের, পাকশালের ডিগ্রীধারী নয়। সংসার বিদ্যেয় ভবতোষও কানাকড়ি। তাই বাস্তবক্ষেত্রে প্রবেশ করে ওরা যেন বাস্তব হাস্যরসেরই খনি আবিষ্কার করে বসেছিল।

একটা কিছু করতে গিয়ে যখন অন্যকিছু ঘটিয়ে বসত, প্রচলিত পাকপ্রণালী যখন হযবরল জাতীয় হয়ে উঠত, তখন ওদের যৌথ হাসি যেন থামতে চাইত না। অন্তত চিঠিপত্রে আমার তাই মনে হয়েছিল প্রথম দিকে. যেন দুজনের গায়ে দুজনে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে।

সদ্য পরিচয়ের মধ্য দিয়ে স্বামী—স্ত্রী এত অল্পকালের মধ্যে এমন বন্ধুস্থানীয় হয়ে উঠেছে পরস্পরের কাছে, এমন দেখা যায় না। প্রাকপ্রণয় যেখানে পরিণয় ঘটায়নি, সেখানে এমন একজোড়া আন্তরিক মিল সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু আমার বন্ধু ভবতোষের জীবনে তাই ঘটেছিল। ও সে দিক থেকে ভাগ্যবান, গৃহিণী সচিব সখী সকলের ভাগ্যে নয়। আর সত্যি বিচার করে দেখলে ভবতোষের গর্ব করবার মত আছেই বা কি? বিশ্ববিদ্যালয়ের গড়পড়তা ডিগ্রী, গড়পড়তা চেহারা এবং এমন গড়পড়তা গুণপনা, যাতে দশজন পাঁচজন কিংবা সময়ে সময়ে দুজনের মধ্যে থেকেও আলাদা করে নেওয়া যায় না।

কেবলমাত্র ওর অন্তরটা ছাড়া। সেটা ছিল ছেলেমানুষিতে ভরা, উদ্ভট কল্পনায় ঠাসা। ও অনায়েসে আজগুবি লেখক হতে পারতো, অন্তত কবি চমৎকার মিল দিয়ে দু চারটে প্রেমের কবিতা কি আর না লিখতে পারতো

তবে ভবতোষের বন্ধুকৃত্য চমৎকার। বন্ধুকে ভালবাসতে, বিশ্বাস করতে এবং কাছে টানতে ও জানে। তা না হলে বিদেশ থেকে ফিরে আসতে না আসতেই ছুটে আসতুম না ওর কাছে ওদের কাছে। সমুদ্রের নোনা গন্ধ এখনো শরীরে, জামাকাপড়ে জড়িয়ে রয়েছে। এখনও প্রভূত বিয়ারের স্বচ্ছলতা আমার দুটি গাল ভরাট করে রেখেছে। আমার চোখে এখনও শ্রেষ্ঠ নগর বন্দরের কেরামতি লেগে রয়েছে। বিশ্বকর্মার দেশের মানুষ কিভাবে বাঁচতে শিখেছে, কাকে তারা জীবন বলে জানে, আমি দেখে এসেছি।

এদেশে চলতে গিয়ে তাই প্রতিপদে হোঁচট খাচ্ছি আমি। প্রতিপদে আমার রুমালের প্রয়োজন হচ্ছে এই নোংরা দেশে চলতে গিয়ে। ঠোক্কর খেয়ে খেয়ে যে স্বগতোক্তিগুলো করছি, বলাই বাহুল্য সেগুলো ইংরেজীতে।

কেন না হবে বলতে গেলে, কপাল তৈরি করেই ফিরে এসেছি আমি। যে বিলিতী কোম্পানী আমাকে সেখানে পাঠিয়েছিল, তারা এবার থেকে আমার সঙ্গে যথাযোগ্য ব্যবহার করবে। সুতরাং এখন আমার জীবনের ভোল কেনই বা বদলে না যাবে। একদিন কম কষ্ট তো করিনি ছাত্র বয়সে। সস্তার মেসে থেকেছি, ছারপোকা পুষ্যি নিয়ে বিনিদ্র রাত কাটিয়েছি। বিকেলে জলখাবার জোটেনি কোনদিন। সে সব দিনের কথা আজ আমার কাছে সুখের নয়, তাই তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভুলতে চাই।

আজ বাঁচতে শিখেছি আমি। মানুষের মত মাথা তুলে, স্বতন্ত্র হয়ে, বিশিষ্ট হয়ে। সুখ এখন আমার করায়ত্ত, আঙুলের একটি ইশারায় কাছে আসবে। আমার কলমের ডগা দিয়ে যে সই বেরোবে তা রত্নগর্ভা। কিন্তু এইটুকুই আমার সব নয়, কমার্সিয়াল ভ্যালুয়েশনেই আমি ফুরিয়ে যাইনি, আমার অন্যগুণও আছে। যেগুলো একসঙ্গে থাকলে মানুষকে চৌকস বলে। নিজের কথা বড্ড বেশি হয়ে যাচ্ছে, এবার থামি।

মানচিত্রের ইঙ্গিতমত বাড়িটা চিনে নিতে কষ্ট হল না। কয়েক মুহূর্তের জন্য ইতস্তত ভাব এল মনের ভেতর। কল্পনা এবং বাস্তবের শুভদৃষ্টি, কেমন জমবে কে জানে দীর্ঘকাল পরে দেখলেও একমাত্র বন্ধুকে